بسم الله الرحمن الرحيم

পররাষ্ট্র মন্ত্রী
FOREIGN MINISTER

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

বাণী

১৫ আগস্ট ২০১৭
৩১ শ্রাবণ ১৪২৪

আজ শোকাবহ ১৫ আগস্ট, জাতীয় শোক দিবস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪২তম শাহাদাত বার্ষিকী। ১৯৭৫ সালের এই দিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে মানব সভ্যতার ইতিহাসে অন্যতম বর্বর হত্যাকান্ডের শিকার হন। কিন্তু পরম করুণাময়ের অশেষ কৃপায় বিদেশে অবস্থান করায় প্রাণে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার ছোট বোন শেখ রেহানা। জাতীয় শোক দিবসে আমি মহান আল্লাহ্তায়ালার দরবারে জাতির পিতাসহ সেদিনের সকল শহীদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি।

বঙ্গবন্ধু বিশ্বের একমাত্র নেতা যিনি নিজে একটি জাতির স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন এবং নেতৃত্ব দিয়ে জাতিকে স্বাধীন করেছেন। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন, '৫৪ এর নির্বাচন, '৫৮ এর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, '৬৬ এর ৬-দফা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁকে জীবনে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে; সহ্য করতে হয়েছে অমানবিক নির্যাতন। বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে তিনি কখনো আপোস করেননি। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ দেশের আপামর জনগণ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ন'মাস ব্যাপী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করে বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ করে বঙ্গবন্ধু যখন সোনার বাংলা গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিত, তখনই স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধী চক্র জাতির পিতাকে হত্যা করে। এর মধ্য দিয়ে তারা বাঙালির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করার অপপ্রয়াস চালায়। অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোকে ভেঙে ফেলাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য।পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের পর থেকেই এই জঘন্য হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত স্বাধীনতাবিরোধী চক্র হত্যা,ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করে। ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারী করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ বন্ধ করে দেয় । মার্শাল ল জারীর মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করে। সংবিধানকে ক্ষত-বিক্ষত করে। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের পুরস্কৃত করে, দূতাবাসে চাকুরি দেয়। স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের নাগরিকত্ব দেয়। রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার করে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত করে।

আওয়ামীলীগ সরকার সপরিবারে জাতির পিতার হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করেছে। জাতীয় চার নেতা হত্যার বিচার সম্পন্ন করেছে। একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী-মানবতাবিরোধীদের বিচারের রায় কার্যকর হচ্ছে। ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলাকারীদের বিচার কাজ চলছে। গণতন্ত্র ও আইনের শাসনকে সমুন্নত রাখতে শেখ হাসিনা সরকার বদ্ধ পরিকর।

সব ধরনের সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার zero tolerance নীতি দেশের আপামর জনসাধারনের পাশাপাশি বিশ্ব সম্প্রদায়ের নিকট হতে পূর্ণ সমর্থন পেয়েছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকার দেশকে একটি দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের আগেই বাংলাদেশকে মধ্যমআয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে আসুন আমরা এই দিনে শোককে শক্তিতে পরিণত করে আমাদের প্রিয় নেত্রী ও বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ায় যার যার অবস্থান থেকে নিজেদের নিয়োজিত করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এম.পি.)

بسم الله الرحمن الرحيم

পররাষ্ট্র মন্ত্রী
FOREIGN MINISTER

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

Message

15 August, 2017

Today is 15th August, the National Mourning Day: the 42nd anniversary of the martyrdom of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. On this day in 1975, the greatest Bengali of all time, the architect of independent Bangladesh, the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman along with most of his family members was assassinated in one of the most barbaric carnages in human history. However, by the grace of Almighty Allah, the eldest daughter of Bangabandhu, Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina and her younger sister Sheikh Rehana survived as they were abroad. On this day of national mourning, I pray to the Almighty Allah for the salvation of the departed souls of the Father of the Nation and all others who embraced martyrdom on that day.

Bangabandhu is the only leader in history who dreamt for the freedom of a nation and led it to independence. Bangabandhu led all the democratic movements of Bengalis directed towards attaining their freedom and rights, including the Language Movement in 1952, the General Election in 1954, Six-Point Movement in 1966, Mass Upsurge in 1969 and the General Elections in 1970. He had to go to jail many times in life and put up with inhuman torture. He never compromised on the question of the rights of the Bengalis. In response to his call, the Bengali people took part in the nine month long great Liberation War and achieved independent Bangladesh.

Bangabandhu was killed by the anti-liberation forces and the war criminals while he had been engaged in building a Golden Bengal by rehabilitating and reconstructing the war-ravaged Bangladesh. Through this assassination, they tried to destroy the foundation of secular democratic Bangladesh. After 15 August 1975, the anti-liberation forces involved in this brutal carnage began the politics of assassination, coup and conspiracy. The trial of Bangabandhu's assassination was blocked through promulgation of indemnity ordinance. The constitution was tampered. The killers of the Father of the Nation were rewarded with jobs at Bangladesh Missions abroad. The anti-liberation forces and war criminals were given nationality. They were made partners of State power, and were rehabilitated politically and socially.

The Awami League government has implemented the verdict of Bangabandhu murder trial. The trial of the killers of four national leaders has been completed. The verdict of the trial of war criminals and those who committed crime against humanity in 1971 have been implemented. The trial of the grenade attacks on 21st August is also progressing. The government under the leadership of Sheikh Hasina is committed to uphold democracy and the rule of law.

Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina's 'zero tolerance' policy towards all forms of terrorism and violent extremism has received full support and cooperation from the people of all walks of life as well as from the international community. Overcoming the global economic recession, the present government has been able to put the country on firm economic footing. Prime Minister Sheikh Hasina's vision is to transform Bangladesh into a middle income country by 2021 and a developed one by 2041. To this end, let us transform our grief into strength on this day, and continue to work from our respective positions under the leadership of Bangabandhu's daughter Prime Minister Sheikh Hasina in realising Bangabadhu's dream of Golden Bengal.

Joy Bangla, Joy Bangabandhu.

(Abul Hassan Mahmood Ali, M.P.)